রবীন্দ্রসংগীতের
ত্রিবেণীসংগম
শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম

আমার অনেক দিন থেকেই ইচ্ছে ছিল রবীন্দ্রনাথ গানের ক্ষেত্রেও কিরকম পরকে আপন করে নিতে পেরেছেন— চলিত কথায় যাকে আমরা তাঁর গান ভাঙা বলি— তার পরিধি কত বিস্তৃত, এবং তাতেও কিরকম অপরূপ কারিগরি দেখিয়েছেন, তার একটি স-দৃষ্টান্ত আলোচনা করি।

গান ভাঙা দু রকমে হতে পারে— এক, পরের সুরে নিজের কথা বসানো ; দুই, পরের কথায় নিজের সুর বসানো। এ ক্ষেত্রে পরের সুরে নিজের কথা বসাবার দৃষ্টান্তই বেশি পাওয়া যায়। পরের কথায় সুর দেবার দৃষ্টান্ত অতি বিরল ; যদিও একেবারে নেই, তা নয়। এই প্রথম শ্রেণীকে আমি সুবিধার্থে দুই ভাগে বিভক্ত করেছি : এক, অ-বাংলা ভাষার গান ভাঙা ; দুই, বাংলা ভাষার গান ভাঙা।

আদিব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসংগীতগুলির কথার সম্পদ বাদ দিয়ে শুধু সুরের দিক থেকে আলোচনা করলেও আমাদের হিন্দুসংগীতের একটি বিপুল রত্নভাণ্ডারের পরিচয় ও ইতিহাস পাওয়া যাবে। আজ যে ভাঙা গানের আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি, তারও অধিকাংশ এই ভাণ্ডারেই সঞ্চিত। কবি নিজে যেখানে যে ভালো সুরটি শুনেছেন, অথবা অন্য লোকে দেশ বিদেশ থেকে যে-সব গান আহরণ করে তাঁকে এনে

দিয়েছেন, তার প্রায় সবগুলিই তিনি পূজার বেদীতে নিবেদন করেছেন, এ বললে অত্যুক্তি হয় না। মাঘোৎসবে নতুন নতুন গান সরবরাহের তাগিদ তার অন্যতম কারণ হতে পারে।

১

পিতৃদেব সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থল ছিল বোম্বাই প্রদেশ, তাই সেই প্রদেশের নানা ভাষার গান ভাঙার নমুনার কথাই আমাদের প্রথমে মনে পড়ে। বিবাহের অনতিপূর্বে কবি কারওয়ার-নামক বোম্বাইয়ের যে সুন্দর বন্দরে আমাদের সঙ্গে ছিলেন, সেখানে এক সময়ে একদল নর্তকী গান শোনাতে আসে, মনে পড়ে। তাদের কাছে কয়েকটি **কানাড়ী** ভাষার গান শুনি ও শিখি, যা পরে তিনি 'ভাঙেন'। সেইগুলির দৃষ্টান্তই প্রথমে দিচ্ছি, কারণ আমাদের ছেলেবেলার স্মৃতির সঙ্গে বিদেশী গানের মধ্যে এইগুলিই প্রথমে গ্রথিত। তবে বলে রাখা ভালো যে, উদাহরণগুলি কালানুক্রমিক ভাবে সাজাবার কোনো চেষ্টা করা হয় নি।—

মূল ॥ সখি বা বা	ভাঙা ॥ বড়ো আশা করে
মূল ॥ পূর্ণচন্দ্রাননে	ভাঙা ॥ আজি শুভদিনে
মূল ॥ চারি বর্ষা পর্যন্ত	ভাঙা ॥ সকাতরে ওই কাঁদিছে

মারাঠী যদিও ও অঞ্চলের একটি প্রধান ভাষা, এবং আমি তার তিন-চারটি গান যে না শিখেছিলুম তাও নয়, তবু কেন জানি নে, রবীন্দ্রনাথের মারাঠী থেকে ভাঙা কোনো গান মনে করতে পারছি নে।

গুজরাটী সম্বন্ধেও প্রায় তথৈবচ। অর্থাৎ, যদিও একটি ব্রহ্মসংগীতের ('কোথা আছ প্রভু' গানটির) মাথায় 'গুজরাটী ভজন' লেখা আছে, তার মূল কথাগুলি আমি জানি নে। তবে ঐ শিরোনামার সাক্ষ্যের জোরে ভাঙা গানটির উল্লেখ করে গুজরাটের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করছি। এটি এখন চলিত না থাকলেও আমরা ছেলেবেলায় খুব শুনতুম। এ গানটিতে সুরের বিশেষ চটক না থাকুক, বেশ একটি ধীর শান্ত ভাব আছে, যা ভজনের উপযোগী। যেখানে কথাই প্রাণ সেখানে সুরের অলংকরণে তাকে চেপে না দেওয়াই সংগত ; সেইজন্য ধর্মসংগীতের পক্ষে টপ্পার চালের চেয়ে ধ্রুপদের চালই প্রশস্ত মনে হয়। কৃষ্ণধন বাঁড়ুজ্জেও এই মত সমর্থন করেন।

আর-একটি ভজনের সুরও সরলাদেবী চৌধুরানীর 'শতগানে' গুজরাটী-নামাঙ্কিত আছে ব'লে সাহস করে এই পর্যায়ে ফেলছি। সেই সুরে বসানো দ্বিজেন্দ্রনাথের 'অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি' গানটি হয়তো ব্রাহ্মসমাজে বেশি পরিচিত ; কিন্তু তা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ এই তিনটি গানে ঐ ভজনের সুর দিয়েছেন—

একি অন্ধকার এ ভারতভূমি

নমি নমি ভারতী : বাল্মীকিপ্রতিভা

যাও রে অনন্তধামে : কালমৃগয়া

এ সরল সুরটিও ভজন বা ধর্মসংগীতের উপযোগী।

মাদ্রাজী ও মহীশূরী ॥ " মাদ্রাজী সুরের অপেক্ষাকৃত প্রাচুর্য রবীন্দ্রনাথের গানে লক্ষিত হয়। তার একটি কারণ আমার মনে হয় কার্যোপলক্ষ্যে সরলাদেবীর অনেক কাল মহীশূরে অবস্থান ও সেখান থেকে সুন্দর সুন্দর গান -আনয়ন, যথা : এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ। এ-সবের মধ্যে 'আনন্দলোকে' গানটিই বোধ হয় সব চেয়ে বিখ্যাত ও জনপ্রিয়, যদিও তার মূল কথা জানি নে। এই সহজ সুন্দর সুরটি ভজন-গানের বিশেষ উপযোগী। আবার 'সংগচ্ছধ্বং'-নামক বিখ্যাত বৈদিক শ্লোকে এই সুরটিই একটু ইতরবিশেষপূর্বক সরলাদিদিই বসিয়েছেন ও সামান্য স্বরসন্ধি লাগিয়ে কত সভাস্থলে গান করিয়েছেন, তা হয়তো এ কালের অনেকে নাও জানতে পারেন। আরও বেশি সেকালে 'নমামি মহিষাসুরমর্দিনি'-নামক দক্ষিণী ভজন -ভাঙা 'ভজো রে ভজো রে ভবখণ্ডনে' গানটি আমাদের কালে খুব চলিত ছিল ; এটি দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাঙা। আবার দেশকালপাত্রে চেনা-শোনার কাছ ঘেঁষে এলে দেখা যায় আমরা মাদ্রাজে যাই না-যাই, মাদ্রাজ আমাদের কাছে এসেছে। অর্থাৎ, শান্তিনিকেতনেরই একজন মাদ্রাজী ছাত্রীর কণ্ঠের সুন্দর সুন্দর মাদ্রাজী গান রবীন্দ্রনাথ সুন্দরতর ভাবে ভেঙেছেন, তা এখনকার অনেকে আমার চেয়ে ভালোই জানেন। যথা—

বেদনা কী ভাষায়
বাজে করুণ সুরে ইত্যাদি।

‘চিরসখা মোরে ছেড়ো না’ এবং ‘চিরবন্ধু চিরনির্ভর’ গান দুটির সুরও মহীশূরী বলে প্রসিদ্ধ। ‘প্রণমামি অনাদি অনন্ত সনাতন পুরুষ’ গানটি মাদ্রাজী ভজন থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ভেঙেছেন। তারও আগে সত্যেন্দ্রনাথের আমলে গেলে, ‘জয় দেব’ ‘হায় একি হেরি শোভা’ প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর ভজন-ভাঙা গান পাওয়া যায়।

পাঞ্জাবী বা শিখ ভজন ॥ শিখ ভজনও আমরা সুন্দর সুন্দর পেয়েছি। তার মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর হল ‘বাজে বাজে রম্য বীণা’। আমার মনে হয় এটি ভাঙা গানের রাজা— এই হিসেবে যে, যতদূর সম্ভব অল্প পরিবর্তনে[১] বিদেশীকে স্বদেশীতে পরিণত করা হয়েছে, যেন একই স্বর্ণমুদ্রার এ পিঠ আর ও পিঠ। অবশ্য মূল

১ শ্রীপুলিনবিহারী সেন এরকম আর-একটি গানের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গানটি হল: এ হরি সুন্দর ইত্যাদি। ‘প্রবাসী’ মাসিক পত্রের ১৩২০ চৈত্র-সংখ্যায় ৫৮৩ পৃষ্ঠায়— হিন্দী আরতি (অমৃতসর গুরুদরবারে গীত) এই শিরোনামে মূল রচনা ও ‘শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ -স্বাক্ষরিত বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। সম্প্রতি ‘গীতবিতান’এর তৃতীয় খণ্ডেও (পৃ. ৯৩৭ ও ৯৯৬) সংকলিত হয়েছে। তবে এ অনুবাদটি গানরূপে ব্যবহৃত হয়েছিল কি না, আমাদের ঠিক জানা নেই। মূলগানটিই বাংলাদেশে এক সময়ে অত্যন্ত সুপ্রচলিত ছিল এবং তার দুটি স্বরলিপিও আমাদের চোখে পড়ে— তত্ত্ববোধিনী (মাঘ ১৮৩৫ শক) এবং আনন্দসঙ্গীত (আষাঢ় ১৩২২) পত্রিকা-যুগলে।

গানের ('বাদৈ বাদৈ রম্য বীণ বাদৈ') ভাষাই তাঁকে সে সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু যদিও স্বীকার করি যে তিনি মূলের প্রত্যেক কথা অনুবাদ করেছেন মাত্র, তা হলেও শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহনবাবুর কাছে শুনেছি যে, শুধু প্রথম কলির কথাগুলিই রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন, বাকি দুটি কলি তিনি পূর্বাপর সংগতি রেখে নিজেই সংযোজন করেন। অবশ্য তাঁর কারিগরি বা শিল্পচাতুরী এতই স্বপ্রকাশ যে, আমাদের মতো লোকের অন্যকে চোখে আঙুল দিয়ে সেটা দেখাতে যাওয়া অনেকটা প্রদীপ ধরে সূর্যের আলো দেখাবার মতন। তবে প্রদীপেরও প্রয়োজন আছে, নইলে দীপালি হবে কিসে ?

এই শিখ-ভজনেরই আর-একটি বহুকাল আগে আমাদের কাছে এসেছিল, কী সূত্রে তা জানি নে। গানটি[২] এই—

মূল ॥

গগনোমে থাল রবিচন্দ্র দীপ বনি
তারকামণ্ডল জনক মোতি রে।
ধূপ মলয়ানিল পবন চঙর করে
সগল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতি রে।
ক্যায়সি আরতি হুয়ি হো ভবখণ্ডন তেরি আরতি
অনাহত শবদ বাজন্ত ভেরী রে ॥

ভাঙা ॥

গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে,
তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে ॥
ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতি রে ॥
কেমন আরতি হে ভবখণ্ডন তব আরতি
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে ॥

এই আক্ষরিক অনুবাদ যে এত অবিকল করা সম্ভব হয়েছে, তার থেকেই বোঝা যায় শিখদের গুরুমুখী ভাষা কতটা সংস্কৃত-ঘেঁষা। যাকে পাঞ্জাবী ভাষা বলা যায়, তার নমুনা রবীন্দ্রনাথের টপ্পা-ভাঙা গানের মূলে পাওয়া যাবে।

মনে করেছিলুম, **হিন্দি** ভাষা থেকে ভাঙা গানের একটি আলাদা বিভাগ করব, কারণ হিন্দি ভাষা একাই এক-শো। কিন্তু সেগুলি এতই সংখ্যাবহুল যে, আমি এই সংক্ষিপ্ত পরিধির মধ্যে তার অবতারণা করা সংগত মনে করলুম না। সেকালের ও মধ্যকালের রবীন্দ্রসংগীত হিন্দি থেকে এত ভাঙা হয়েছে যে, তার বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে পুঁথি বেড়ে যাবে। তবে আমার বক্তব্যের সম্পূর্ণতা-সাধনের উদ্দেশে এবং রবীন্দ্র-সংগীতরসজ্ঞের কৌতূহল-নিবারণার্থে কবির হিন্দি থেকে ভাঙা গানের একটি স্বতন্ত্র তালিকা (যতদূর সংগ্রহ করতে পেরেছি) পরে দেওয়া গেল। অনুসন্ধিৎসুদের সুবিধার কথা ভেবে হিন্দি ছাড়া, যথাযোগ্য পরিচয়-সহ, ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার আদর্শস্থল গানগুলিরও পুনরুল্লেখ করা হয়েছে।

[২] সম্প্রতি তৃতীয়খণ্ড গীতবিতানে (১৩৫৭ আশ্বিন) সংকলিত হয়েছে (পৃ. ৯৪৭, ৯৯৯)। কে রচয়িতা, এ বিষয়ে বিতর্ক আছে ; উক্ত গীতবিতানের ৯৯৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। মূলের পাঠান্তরটিও পাওয়া যাবে।

গানের প্রথম পংক্তি মাত্র দিলেও, আকর-গ্রন্থাদির উল্লেখ থাকাতে মূলানুসন্ধান অসম্ভব না হতে পারে স্বুরে তালে উভয়বিধ গান শোনবার সৌভাগ্য যাঁদের হবে, তাঁরা দেখবেন যে, এর মধ্যেও তিনি কতখানি মৌলিকতা দেখিয়েছেন।

আর-কোনো স্বদেশী ভাষা থেকে তিনি গান ভেঙেছেন বলে মনে করতে পারছি নে। তাই এবার যে ভাষা নিতান্ত পরদেশী হলেও ঘটনাচক্রে আমাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নিতান্ত আপনার করবার প্রাণপাত চেষ্টা করতে হয়েছে, সেই **ইংরেজি** বিমাতৃভাষার গান ভাঙার দু-একটি নমুনা দিয়ে প্রথম অধ্যায় শেষ করছি।

কবি প্রথমজীবনে বিলাতপ্রবাসে কিছুকাল কাটিয়েছিলেন, তাই তাঁর প্রথম দিককার গানে বা গীতিনাট্যে বিলেতী প্রভাব লক্ষিত হওয়াই স্বাভাবিক। যথা, 'বাল্মীকিপ্রতিভা'য় ও 'কালমৃগয়া'য়। 'কালী কালী বলো রে আজ' ইত্যাদি কালী-বন্দনার স্বুর একেবারে সশরীরে একটি ইংরেজি গান থেকে তোলা, সে গানটি হচ্ছে Nancy Lee, এবং তাতে একজন নাবিক তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর গুণগান করছেন।

মূল ॥ Nancy Lee	ভাঙা ॥ কালী কালী বলো রে আজ
মূল ॥ Ye banks and braes	ভাঙা ॥ ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে
মূল ॥ Robin Adair	ভাঙা ॥ সকলি ফুরালো স্বপন-প্রায়
মূল ॥ Go where glory waits thee	ভাঙা ॥ মানা না মানিলি মরি ও কাহার বাছা ওহে দয়াময়, নিখিল-আশ্রয় আহা আজি এ বসন্তে
মূল ॥	ভাঙা ॥ তবে আয় সবে আয়
মূল ॥ The British Grenadiers	ভাঙা ॥ তুই আয় রে কাছে আয় (আরম্ভ : ও ভাই, দেখে যা)
মূল ॥ The Vicar of Bray	ভাঙা ॥ ও দেখবি রে ভাই, আয় রে ছুটে
মূল ॥ Auld Lang Syne	ভাঙা ॥ পুরানো সে দিনের কথা
মূল ॥ Drink to me only	ভাঙা ॥ কতবার ভেবেছিনু

কালমৃগয়ার অনেক গানই ইংরেজি বা স্কচ ও আইরিশ গানের সুর -ভাঙা। Go where glory waits

thee সুরটি Thomas Moore-এর Irish Melodies-এর অন্তর্গত। কবির জীবনী-পাঠক জানেন, এক সময় তাঁর অল্প বয়সে মূর'এর কবিতার খুব চল ছিল। এই গানটির সুর আমার বড়ো মিষ্টি ও করুণ লাগে। তাঁরও নিশ্চয় তাই লেগেছিল, কারণ বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া দুই নাট্যেই বনদেবীদের করুণভাবাত্মক দুটি গানে এই সুর দিয়েছেন। আর-একটি ধর্মসংগীতে দিয়েছেন— 'ওহে দয়াময়', যা হয়তো এখনকার লোকে তেমন জানে না। এই সুরটি আমার তো মোটেই বিদেশী লাগে না।

সূক্ষ্মভাবে ধরলে হয়তো রবীন্দ্রসংগীতে বিলেতী প্রভাব আরও দেখানো যেতে পারে ; তবে এও ঠিক যে, অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন এ ক্ষেত্রেও তেমনি, তিনি খুব বেশি বিদেশীআনার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন নি ; বরাবরই স্বদেশী ভিত্তির উপর মজ্জাগত মৌলিকতা স্থাপন করেছেন। কোনো কোনো উত্তেজনাপূর্ণ গানে তিনি বিলেতী 'কোরাস' বা গানের প্রত্যেক কলির শেষে একটি ধুয়া, সমবেত কণ্ঠে গাবার পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, যথা 'জনগণমন' গানের 'জয় হে জয় হে' কিম্বা 'মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন' গানের 'জয় জয় নরোত্তম' ইত্যাদি। কিন্তু সেরূপ দৃষ্টান্তও বিরল। আর-একটি বিলেতী সুরবৈশিষ্ট্য, যাকে বলে হার্মনি বা স্বরসন্ধি, সে দিকেও তিনি বিশেষ মনোনিবেশ করেন নি। যদিও তাঁর বংশের কেউ কেউ এ দিকে কিছু কিছু চেষ্টা করেছেন ; কিন্তু বিশেষ জ্ঞানের অভাবে সে চেষ্টা ছেলেখেলামাত্রেই পর্যবসিত হয়েছে। তিনি তাদের এ খেলায় যোগ না দিলেও তাদের নিরস্ত করবার চেষ্টা যে করেন নি, এতেই তাঁর উদারতা প্রকাশ পায়। পরে

যদি কোনোকালে কোনো যোগ্য ব্যক্তি এ বিষয়ে কৃতকার্য হন, কবি বর্তমান থাকলে সর্বাগ্রেই তাঁর কণ্ঠে জয়মাল্য দিতেন, এটুকু বলতে পারি।[৩]

২

বাংলা ভাষা থেকে ভাঙা গানই আমার দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয়। সকলেই জানেন, রবীন্দ্রনাথ বাউল গানই বেশির ভাগ ভেঙেছেন। কিন্তু আমি একটিমাত্র— বাঙলায় যাকে বলে রাগসংগীত— জানি, যা তাঁর সোনার কাঠির স্পর্শলাভ করবার সৌভাগ্য পেয়েছে। এটির সঙ্গেও আমার ছেলেবেলাকার স্মৃতি জড়িত, কারণ এটি বোধ হয় আমার বাইরের লোকের কাছে শেখা প্রথম গান। সে বাঙালি ভদ্রলোকটির নাম পর্যন্ত ভুলে গেছি, কিন্তু এই গানের মধ্যে তাঁর অনামী স্মৃতি রয়ে গেছে। নীচে সেটির উল্লেখ করছি—

মূল ॥ চাঁচর চিকুর আধো[৪]

ভাঙা ॥ বেঁধেছ প্রেমের পাশে[৫]

৩ সবুজপত্রের ১৩২৪ ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত 'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধে এ বিষয়ে তাঁর মতামত জানতে পারা যায়।

৪ স্বরলিপি : সঙ্গীতপ্রকাশিকা, ১৩১১ শ্রাবণ, পৃ. ২১৯ ৫ স্বরলিপি : স্বরবিতান, ত্রয়োবিংশ খণ্ড

এ গানটির কথা ও সুরের বাঁধুনি ভালো। আর-একটি লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এর মধ্যেও তিনি নিজত্ব দেখিয়েছেন, অর্থাৎ তুই ভাগের মধ্যে একটি সেতু রচনা করেছেন যা মূল সুরে ছিল না।

বাংলা গানের সুরের প্রসঙ্গে এখানে রামপ্রসাদী সুরের উল্লেখ না ক'রে আমি থাকতে পারছি নে। এই একটিমাত্র সুর-রচনাতেই এমন ঐক্য ব্যক্তিত্ব ও বিশেষত্বের ছাপ দেওয়া যে, শুনলেই রামপ্রসাদী সুর বলে দেশসুদ্ধ লোক চিনতে পারে। এ যে রামপ্রসাদ সেনের কত বড়ো কৃতিত্ব তা বোধ হয় আমরা কখনো ভেবে দেখি নে ব'লেই তাঁর প্রাপ্য প্রশংসা তাঁকে দিই নে। এই খাঁটি, সরল, বাংলা সুরে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি গান বেঁধেছেন। যথা—

আমিই শুধু রইনু বাকি
আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে
শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা ইত্যাদি

শেষোক্ত গানটি যখন কবি নিজে বাল্মীকি সেজে তাঁর পূর্ণ গলা ছেড়ে দিয়ে অভিনয়পূর্বক গাইতেন, তখন ভাষায় রূপে রসে যে কী অপূর্ব আবহাওয়ার সৃষ্টি হ'ত, যাঁরা না-দেখেছেন না-শুনেছেন তাঁদের শুধু শুষ্ক কথায় তা বোঝানো অসম্ভব।

বাউল সুরের চর্চা, এবং বলতে গেলে, তাকে জাতে তুলে নেওয়া, রবীন্দ্র-সংগীতপ্রতিভার একটি অনুপম

কৃতিত্ব, এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন। এ স্থলে তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত বাউল্-ভাঙা সংগীতের উল্লেখ ক'রে এ পর্ব শেষ করব—

মূল ॥ হরিনাম দিয়ে জগত মাতালে	ভাঙা ॥ যদি তোর ডাক শুনে কেউ
মূল ॥ আমি কোথায় পাব তারে	ভাঙা ॥ আমার সোনার বাংলা
মূল ॥ মন-মাঝি, সামাল সামাল	ভাঙা ॥ এবার তোর মরা গাঙে

৩

আমি এই বলে আরম্ভ করেছিলুম যে, পরের কথায় নিজের সুর দেবার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রসংগীতে বিরল হলেও, একেবারে দুষ্প্রাপ্য নয়। যতদূর জানি, **বিদ্যাপতির** 'এ ভরা বাদর' এবং **গোবিন্দদাসের** 'সুন্দরি রাধে আওএ বনি' এই দুটি ব্রজভাষার গানেই কেবল তিনি সুর দিয়েছেন। অবশ্য, সংস্কৃত বেদগানে এবং পালি বৌদ্ধমন্ত্রে[৬] সুর দেওয়াও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বেদগানের মধ্যে—

যদেমি প্রস্ফুরন্নিব	শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
য আত্মদা বলদা	তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্

৬ শ্রীশান্তিদেব ঘোষের রবীন্দ্রসংগীত (১৩৫৬) গ্রন্থের ২১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ; কথাগুলি পাওয়া যাবে। সুরও তাঁর কাছে।

এই চারটিই এখন প্রচলিত।[৭] কিন্তু—

এষাঁস্য প্রশাসনে ইত্যাদি   ধীরা ত্বস্য মহিম্না ইত্যাদি

এই দুটিতেও সুর দিয়েছিলেন জানি; ব্রহ্মসংগীতে এর কথাও পাওয়া যায়, কিন্তু জানি নে যোগ্যতমের উদ্‌বর্তনের কোন্ নিয়মানুসারে এর সুরগুলি একেবারে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। কেউ যদি সেখান থেকে উদ্ধার করে দিতে পারেন তো বড়োই বাধিত হব।

শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধে[৮] দেখলুম, রবীন্দ্রনাথের পরের কথায় সুর দেবার আরও কয়েকটি উদাহরণ আছে, যথা—

মিলে সবে ভারতসন্তান : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর[৯]
বুঝতে নারি নারী কী চায় : অক্ষয়কুমার বড়াল
গান জুড়েছেন গ্রীষ্মকালে : সুকুমার রায়

---

৭ 'অখণ্ড গীতবিতান'এ আখ্যাপত্রোত্তর ৬ পৃ. দ্রষ্টব্য; গ্রন্থপরিচয়ের ১০১৩ পৃষ্ঠায় একটি তালিকা আছে, তন্মধ্যে উল্লিখিত 'অচ্ছা বদ তবসং গীর্ভিরাভিঃ' ইত্যাদি ঋগ্‌বেদীয় শ্লোক সম্প্রতি একটি 'পর্জন্য-উৎসব' অনুষ্ঠানে গীত হয়েছিল।

৮ রবীন্দ্রগীত-জিজ্ঞাসা : গীতবিতান বার্ষিকী, ১৩৫০

শ্রীমান্ পুলিনবিহারী সেন শেষ মুহূর্তে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, শ্রীমতী হেমলতা দেবীর 'জ্যোতিঃ' কাব্যগ্রন্থ-খানিতে দুটি রবীন্দ্রনাথের দেওয়া সুর স্বরলিপি-সহ সংকলিত আছে ; কথা, অবশ্য, গ্রন্থকর্ত্রীর।—

ওহে সুনির্মল সুন্দর উজ্জ্বল পৃ. ৵০

বালক-প্রাণে আলোক জ্বালি পৃ. ॥০

আর-একটি পরস্ব গানে রবীন্দ্রনাথ আংশিক ভাবে সুর বসিয়েছেন, যেটি একাই এক-শো ; সেটি হচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বনামধন্য, সর্বজনমান্য গান : বন্দে মাতরম্।

৯ প্রবন্ধলেখক 'শতগান' থেকে এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তবে এটির সুর রবীন্দ্রনাথের দেওয়া কি না তাতে আমার সন্দেহ আছে। এ বিষয়ে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ নিম্নসংকলিত কয় ছত্রের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—

সত্যেন্দ্রনাথের 'গাও ভারতের জয়'... হিন্দুমেলার সময়ে বিষ্ণুবাবু এই গানটিতে একটা চলিত খাম্বাজ সুর বসাইয়া দিয়াছিলেন— সে সুরে যেন তেমন জোর ছিল না। পরে গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ গানটির বেশ একটা জোরালো সুর দিয়াছিলেন, সেই সুরেই ইহা এখনও গীত হয়। 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' (১৩২৬) পৃ. ১৪২

ভাঙা গানের তালিকা

ভারতীয় রাগসংগীতের আদর্শে

এই তালিকা-প্রণয়নে শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমান্ অনাদিকুমার দস্তিদার, শ্রীমান্ কানাই সামন্ত, শ্রীমান্ শান্তিদেব ঘোষ ও শ্রীমান্ প্রফুল্লকুমার দাস আমাকে প্রভূত সহায়তা করে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। শ্রীযুক্ত সমীরচন্দ্র মজুমদারের সৌজন্যে প্রাপ্ত একটি রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কতকগুলি স্বরলিপির খাতা এই তালিকা-প্রণয়নে বিশেষ কাজে লেগেছে। গ্রন্থের খণ্ড, ॥ চিহ্নের পর সংখ্যা দিয়ে নির্দেশ করা হয়েছে।

রবীন্দ্র-গীত	পুরোবর্তী আদর্শ	রাগ-তাল	প্রাপ্তিস্থান
অন্তরে জাগিছ	কোন যোগী ভয়ো	বেহাগ, ঝাঁপতাল	ইন্দিরা[১]
অমৃতের সাগরে	মৈ তো না জাঁউ	কামোদ, ধামার	সঙ্গীতমঞ্জরী
অশ্রুভরা বেদনা	তনমনধন ভূয় পরবারে	মিশ্র কাফি, ত্রিতাল[৩]	
অসীম আকাশে অগণ্য	সকল গুণ প্রকাশ	মারুকেদারা, চৌতাল	গীতসূত্রসার ॥ ২
অসীম কালসাগরে	সারদা বিদ্যাদেনী	ভৈরবী, ঝাঁপতাল	সঙ্গীতপ্রকাশিকা[৫]

অহো! আস্পর্ধা একি	'দার্‌া দ্রিম তানা না	বেহাগ, ত্রিতাল	
আইল আজি প্রাণসখা	খোল অব ঘুঁঘট পট	কেদারা, আড়াঠেকা	
আইল শান্তসন্ধ্যা	ভাওয়েরে ভস্ম	শ্রীরাগ, চৌতাল	জ্যোতিরিন্দ্র-পাণ্ডুলিপি
আঁখিজল মুছাইলে	জিন ছুঁয়ো মোরে	রামকেলি, ত্রিতাল	ইন্দিরা
আছ অন্তরে চিরদিন	কৈসে অব ধরো ধীর	কাফি, চৌতাল	
আজ বুঝি আইল প্রিয়তম	ফুল রহি কলিয়াঁ মধুবন	সাহানা, ত্রিতাল	গীতসূত্রসার ॥ ২
আজি এ আনন্দসন্ধ্যা	বহুর বজাও বংশী	পূরবী, তেওরা	গীতপ্রবেশিকা
আজি কমলমুকুলদল	মনকী কমলদল	মিশ্রবাহার, ত্রিতাল	সঙ্গীতপ্রকাশিকা
আজি নাহি নাহি নিদ্রা (?)		মিশ্র সিন্ধু। ত্রিতাল°	
আজি বহিছে বসন্তপবন	আজু বহত সুগন্ধ পবন	বাহার, তেওরা	সঙ্গীতমঞ্জরী
আজি মম জীবনে নামিছে	অব মোরি পায়েলা বাজনু	আড়ানা, ত্রিতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
আজি মম মন চাহে	ফুলি বন ঘন মোর	বাহার, চৌতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
আজি মোর দ্বারে	হো হো মোরে দ্বার	দেশ, পঞ্চমসওয়ারি	ইন্দিরা
আজি রাজ-আসনে	প্যারি তেরে পায়ন পকরুঁ	বেহাগ, ধামার	সঙ্গীতমঞ্জরী
আজি শুভদিনে	পূর্ণ চন্দ্রাননে (কানাড়ী)	খাম্বাজ। তাল-ফেরতা	

আজি হেরি সংসার অমৃতময়	এরি পরমেশ্বর	বেলাবলী, চৌতাল	
আনন্দ তুমি স্বামী	ওঙ্কার মহাদেব	ভৈরবী, সুরফাঁকতাল[৩]	
আনন্দধারা বহিছে ভুবনে	লাগি মোরে ঠুমক	মালকোষ, ত্রিতাল	ইন্দিরা
আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে	(মহীশূরী)	ভজন, একতালা	
আনন্দ রয়েছে জাগি	আজু রচো করতার	হাম্বীর, চৌতাল	সঙ্গীতচন্দ্রিকা ॥ ২
আমারে করো জীবন দান	ইয়া জগ ঝুট	শঙ্করা, চৌতাল	সঙ্গীতচন্দ্রিকা ॥ ২
আমি দীন অতি দীন		রামকেলি, ঝাঁপতাল[৩]	
আয় লো সজনি সবে	আজু মোরন বন	মল্লার, কাওয়ালি[৪]	শতগান
উঠি চল সুদিন আইল	উঠি চলে সুদিন নাচত	কেদারা, সুরফাঁকতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
এই-যে হেরি গো দেবী	মন্‌কী কমলদল খোলিয়াঁ	বাহার, ত্রিতাল	সঙ্গীতপ্রকাশিকা
একি অন্ধকার এ ভারতভূমি	(গুজরাটী)	ভজন, একতালা	
একি এ সুন্দর শোভা	বাজু রে মন্দর বাজু	ইমনভূপালি, ত্রিতাল	কণ্ঠকৌমুদী
একি করুণা করুণাময়	নইরে মা বরণ	বাহার, আড়াঠেকা[৩]	রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি
একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ	(মহীশূরী)		
একি হরষ হেরি কাননে	মন্‌কী কমলদল খোলিয়াঁ	বাহার, ত্রিতাল	সঙ্গীতপ্রকাশিকা

এখনো তারে চোখে দেখি নি	প্যাঁহেলিয়া মোরে বাজে	ইমন[৫], কাওয়ালি[৪]	ইন্দিরা
এত আনন্দধ্বনি উঠিল	আজু ব্রজমেঁ	বাহার, ধামার	সঙ্গীতমঞ্জরী
এ পরবাসে রবে কে হায়	ও মিঞা বেজন্নুওয়ালে	সিন্ধু, মধ্যমান	
এ ভারতে রাখো	এ বতিয়াঁ মেরো	সুরট, চৌতাল	সঙ্গীতচন্দ্রিকা ॥ ২
এ হরি সুন্দর	এ হরি সুন্দর (পাঞ্জাবী)	আরতি গান, কার্ফা	
এ মোহ-আবরণ খুলে দাও	ঘুঁঘট পট খোলি	ইমন, আড়াঠেকা	সঙ্গীতপ্রকাশিকা
এই বেলা সবে মিলে	চতুরঙ্গ রস সন	ইমনকল্যাণ, ত্রিতাল (দ্রুত)	সঙ্গীতমঞ্জরী
এসো শরতের অমল মহিমা	বাজে ঝনন ঝনন বাজে	জৌনপুরী, ত্রিতাল	
এসেছে সকলে কত আশে	বুঁদ পবন পুরবাই	হাম্বীর, চৌতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
ওই পোহাইল তিমির-রাতি	তোম্ তানা নানা নানা	আলাইয়া, ত্রিতাল	কণ্ঠকৌমুদী
ও কী কথা বল সখি[৬]		দেশখাম্বাজ, ত্রিতাল[৩]	
ও কেন ভালোবাসা	কৌন পরদেশ	পিলু, খেমটা	
ওগো, দেখি আঁখি তুলে চাও	গর্ য়ার্ নহো সাকি	মিশ্রসুরট, দাদ্রা[৩]	ইন্দিরা
ওঠো ওঠো রে— বিফলে		বিভাস, চৌতাল[৩]	

ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে	এরিমা সব বন অমুয়া	পরজ-বাহার, ত্রিতাল	আনন্দসঙ্গীত[৭]
কাছে তার যাই যদি		জয়জয়ন্তী, কাহারবা[৩]	
কামনা করি একান্তে	প্রথম কর শিঙ্গার	দেশকার, চৌতাল	
কার বাঁশি নিশিভোরে	মোরে কান ভনকবা	গান্ধারী, ত্রিতাল	আনন্দসঙ্গীত[৮]
কার মিলন চাও বিরহী	তনু মিলন দে পরবর	শ্রীরাগ, তেওরা	আনন্দসঙ্গীত[৯] কণ্ঠকৌমুদী
কী করিলি মোহের ছলনে	অবদিন থোড়ি রহি	ভজন, ঠুংরি	সঙ্গীতপ্রকাশিকা[১০]
কী ভয় অভয়ধামে	নিডর ডর নিমাই	বেহাগ, ঝাঁপতাল[৩]	গীতসূত্রসার ॥ ২
কে বসিলে আজি	বে পরিয়া তাঁড়ে	সিন্ধু, মধ্যমান	সঙ্গীতবিজ্ঞান[১১]
কেমনে ফিরিয়ে যাও	বাবরে কি সঙ্গসাথ	ভৈরবী, চৌতাল	ইন্দিরা
কে রে ওই ডাকিছে	তারি ডফ বাজত (গুজরাটী)	আলাইয়া, ধামার	সঙ্গীতমঞ্জরী
কোথা আছ প্রভু		ভজন, একতালা[৩]	
কোথা ছিলি সজনি লো[৬]		ভৈরবী, ত্রিতাল[৩]	
কোথা যে উধাও হল	বোল রে পাপিয়ারা	মিঞামল্লার, ত্রিতাল	ভাতখণ্ডে ॥ ৪
কোথা হতে বাজে	বাজ রহী সখিয়ারে	সুরট, ত্রিতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী

খেলার সাথি বিদায়দ্বার খোলো	মহারাজা কেবড়িয়া		
গগনের থালে রবিচন্দ্র	গগনোমে থাল (পাঞ্জাবী)		
গহন ঘন ছাইল	ইন্দহুঁকী অসবরী	গৌড়মল্লার, চৌতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
গহন ঘন বনে	সঘন ঘন বঙ্ক	হাম্বীর, চৌতাল	জ্যোতিরিন্দ্র-পাণ্ডুলিপি
ঘোরা রজনী এ	বাজে ঝননন মোরে পায়েলিয়া	কানাড়া, ত্রিতাল	ইন্দিরা
চরণধ্বনি শুনি	মুরলীধুনি শুনি	সিন্ধু, ঝাঁপতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
চরাচর সকলি মিছে মায়া	দারা দ্রিম্ তানা না	বেহাগ, ত্রিতাল	
চিরদিবস নব মাধুরী	নব ভবন নব রাঘব	নট্‌মল্লার, চৌতাল	গীতসূত্রসার ॥ ২
জগতে তুমি রাজা	অচল বিরাজ	কানাড়া, চৌতাল	
জননী, তোমার করুণ চরণখানি		মিশ্র গুণকেলী, নবপঞ্চতাল[২]	
জর জর প্রাণে নাথ	অব তেরি বাঁকিবাঁকি চিত	সিন্ধুড়া, ত্রিতাল	ইন্দিরা
জয় তব বিচিত্র আনন্দ	জয় প্রবল বেগবতী	বৃন্দাবনীসারঙ্গ, তেওরা	সঙ্গীতমঞ্জরী
জয় রাজরাজেশ্বর		ভূপালী. তালফেরতা[৩]	
জাগ জাগ রে জাগ	প্রথম পরবর দিগারহি	তিলককামোদ, তেওরা	সঙ্গীতমঞ্জরী
জাগে নাথ জ্যোৎস্না রাতে	আজু রঙ্গ খেলত হোরি	বেহাগ, ধামার	সঙ্গীতমঞ্জরী

জাগ্রত বিশ্বকোলাহল-মাঝে	ঊঁচি চিত বন	বিভাস,॰চৌতাল	গীতসূত্রসার ॥ ২
ডাকি তোমারে কাতরে	তুঁহি ভজ ভজ রে	ইমনকল্যাণ, চৌতাল	
ডাকিছ কে তুমি	হাঁরে ডফ বাজন	খাম্বাজ, ধামার	
ডাকে বার বার ডাকে	মোহে কৈসে নিকি লাগি	কেদারা, ত্রিতাল	সঙ্গীতচন্দ্রিকা ॥ ২
ডুবি অমৃতপাথারে		ললিত, চৌতাল॰	
তব অমল পরশরস	তুয়া চরণ কমল'পর	আশাবরী, ত্রিতাল	গীতপ্রবেশিকা
তব প্রেমসুধারসে মেতেছি	কারি কারি কমরিয়া গুরজী	পরজ, ত্রিতাল	ইন্দিরা
তবে কি ফিরিব সখা		দেশীটোড়ী, ঢিমাতেতালা॰	
তাঁহার প্রেমে কে ডুবে		ভৈঁরো, একতালা॰	
তাঁহারে আরতি করে	জগজন ধ্যান ধরত	বড়হংসসারঙ্গ, চৌতাল	
তিমিরবিভাবরী কাটে	ক্যায়সে কাটোঙ্গি	বেহাগ, ত্রিতাল	ইন্দিরা
তিমিরময় নিবিড় নিশা	প্রবল দল মেঘ	মেঘ, ঝাঁপতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
তুমি আপনি জাগাও মোরে	জাগো মোহন প্যারে	ভৈঁরো, ত্রিতাল	ভাতখণ্ডে ॥ ১
তুমি কিছু দিয়ে যাও	কৈ কছু কহরে	খাম্বাজ, কাহারবা॰	
তুমি জাগিছ কে	তুম নয়ন মে	গোঁড়, চৌতাল	গীতসূত্রসার ॥ ২

তোমা লাগি নাথ	'তুম বিন রহো	পূরবী, চৌতাল	কণ্ঠকৌমুদী
তোমা-হীন কাটে দিবস	তুম বিন কৈসে	বাগেশ্রী, আড়াঠেকা	সঙ্গীতমঞ্জরী
তোমার দেখা পাব বলে	কর কঙ্গনওয়া	মল্লার, ত্রিতাল	আনন্দসঙ্গীত[১৩]
তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ	মেরে গিরিধর গোপাল	ভৈরবী, একতালা	
তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে	আজ শ্যাম মোহলিয়ে	খাম্বাজ, একতালা	গীতপরিচয়
তোমারি মধুর রূপে	তেরো হি নয়নবাণ	ঝিঁঝিট, চৌতাল	কণ্ঠকৌমুদী
তোমায় যতনে রাখিব হে		দেশখাম্বাজ, ঝাঁপতাল[৩]	
দাও হে হৃদয় ভরে দাও	প্যালা মুঝে ভরি দেরে	রামকেলি, ত্রিতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
দাঁড়াও মন, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড	এরি অব আনন্দ	ভীমপলাশী, সুরফাঁক	সঙ্গীতচন্দ্রিকা ॥ ১
দিন যায় রে দিন	বেণিজ্বা রয়ননদ	পিলু, মধ্যমান	-
দুঃখরাতে হে নাথ	রঙ্গরাতি মাতিয়া	সরফর্দা, আড়াঠেকা	সঙ্গীতমঞ্জরী
দুখ দূর করিলে	বাজত বীণ	রামকেলী, ঝাঁপতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
দুয়ারে বসে আছি প্রভু	মৈতো ন জাঁউ	কামোদ, ধামার	
দেখা যদি দিলে	পিয়া বিন কৈসে	বেলাবলী, ত্রিতাল	
দেবাধিদেব মহাদেব	দেবন দেব মহাদেব	দেওগিরি, সুরফাঁক	গীতসূত্রসার ॥ ২

নব আনন্দে জাগো আজি	অধর ধরে বনবাঁশরী	টোড়ি, ত্রিতাল	
নব নব পল্লবরাজি	মনমথ তন দহে	বাহার, চৌতাল	
নমি নমি ভারতী	(গুজরাটী)	প্রভাতী, ঝাঁপতাল[৩]	
নয়ান ভাসিল জলে	পাপিহা বোলে রে	শ্যাম, একতালা	সঙ্গীতমঞ্জরী
নাথ হে প্রেমপথে	বলমা রে চুনরিয়া	সুহাকানাড়া, ত্রিতাল	
নিকটে দেখিব তোমারে	আনু আইল ভোর কি	রামকেলি, ত্রিতাল	
নিত্য নব সত্য তব	জ্ঞানরঙ্গ ধ্যানরঙ্গ	শুক্লবিলাবল, ঝাঁপতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
নিত্য সত্যে চিন্তন	কালী নাম চিন্তন	আড়ানা, ঝাঁপতাল	সঙ্গীতচন্দ্রিকা ॥ ২
নিশিদিন চাহ রে	আজু মনভাবন যোগি আয়ে	যোগিয়া, আড়াঠেকা	সঙ্গীতচন্দ্রিকা ॥ ১
নিশিদিন মোর পরানে	উন সন জায় কাহোরি	গান্ধারী, ত্রিতাল	
নীলাঞ্জনছায়া	বৃন্দাবন লোলা (দক্ষিণী)		
নূতন প্রাণ দাও	সোতন মদ মাত	নাচারীটোড়ি, ধামার	সঙ্গীতচন্দ্রিকা ॥ ১
পান্থ এখন কেন অলসিত	রঙ্গ যুগত সোঁ গাবে বজাবে	ললিত, সুরফাঁক্তা	সঙ্গীতচন্দ্রিকা ॥ ১
পিপাসা হায় নাহি মিটিল	সঁইয়া জাঁউ-জাঁউ নাহি বোলেঙ্গি	ভৈরবী, ত্রিতাল	
পূর্ণ আনন্দ	পূর্ণ ব্রহ্ম	কল্যাণ, চৌতাল	

পেয়েছি অভয়পদ	ঈশ্বরী নাম জপ	খট্, ঝাঁপতাল	গীতসূত্রসার ॥ ২
পেয়েছি সন্ধান তব		গৌড়সারং, চৌতাল[৩]	
প্রচণ্ড গর্জনে	প্রচণ্ড গর্জন	ভূপালী, সুরফাঁকতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
প্রথম আদি তব শক্তি	প্রথম আদ শিব শক্তি	সোহিনী,[১৪] সুরফাঁকতাল	গীতসূত্রসার ॥ ২
প্রভাতে বিমল আনন্দে	নাদনগর বসায়ে	গুর্জরীটোড়ি, চৌতাল	সঙ্গীতচন্দ্রিকা ॥ ১
ফিরায়ো না মুখখানি	কহো ন ঐসী বাত	হাম্বীর, ত্রিতাল	
বড়ো আশা করে	সখি বা বা (কানাড়ী)	ঝিঁঝিট, কাওয়ালিঃ	
বন্ধু, রহো রহো সাথে	সঙ্গে চলা, দিয়া, হাওয়ে	ভৈরবী, কার্ফা	
বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ	দুসহ দোখ-দুখ দলনী	নিশাসাগ, ঝাঁপতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
বাজাও তুমি কবি	আয়ে ঋতুপতি	বাহার, সুরফাঁকতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
বাজে করুণ সুরে	নিতু চরণ মূলে (দক্ষিণী)		
বাজে বাজে রম্যবীণা	বাদৈ বাদৈ রম্য বীণ (পাঞ্জাবী)	ইমনকল্যাণ, তেওরা[৩]	
বাণী তব ধায় অনন্ত	বেণী নিরখত ভুজঙ্গ	আড়ানা, চৌতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
বাসন্তী হে ভুবনমোহিনী	মীনাক্ষী মে মুদম (দক্ষিণী)		
বিদায় করেছ যারে	বাজে ঝননন মোরে পায়লিয়া	কানাড়া, ঝাঁপতাল[৩]	ইন্দিরা

বিপুল তরঙ্গ রে	নাচত ত্রিভঙ্গ যে	ভীমপলশ্রী, তেওরা	সঙ্গীতমঞ্জরী
বিমল আনন্দে জাগ রে	সো নহি মারেঙ্গে মোরি রে	গান্ধারী, ত্রিতাল	
বিশ্ববীণারবে	নাদবিদ্যা পরব্রহ্মরস	শঙ্করাভরণ, তাল-ফেরতা	ইন্দিরা
বীণা বাজাও হে	বীণ বাজায় রে	পূরবী, ধামার	সঙ্গীতমঞ্জরী
বেদনা কী ভাষায় রে	(দক্ষিণী)		
বেঁধেছ প্রেমের পাশে	চাঁচর চিকুর আধো (বাংলা)	কাফি-কানাড়া, ঢিমাতেতালা[৩]	সঙ্গীতপ্রকাশিকা[১৫]
ব্যাকুল প্রাণ কোথা	ব্যাহণ লিয়ে বন	ভূপালি, মধ্যমান[৩]	
ভক্তহৃদিবিকাশ	শম্ভু হর মহেশ	ছায়ানট, সুরফাঁকতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
ভবকোলাহল ছাড়িয়ে	কাহু ন কর মোসে	দরবারী টোড়ি, ঢিমাতেতালা	
ভাসিয়ে দে তরী[৬]		জয়জয়ন্তী, কাওয়ালি[৪]	
মধুররূপে বিরাজো	কৌনরূপ বনে হো	তিলককামোদ, ঝাঁপতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
মন জাগো মঙ্গললোকে	জাগো মোহন প্যারে	ভৈরোঁ, ত্রিতাল	ভাতখণ্ডে ॥ ১
মন জানে মনোমোহন	মন মানো	নট, চৌতাল	গীতসূত্রসার ॥ ২
মন প্রাণ কাড়িয়া লও হে	হস হস গরওয়া লগাবে	ভৈরবী, যৎ	রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি

মন্দিরে মম কে	সুন্দর লাগি রহে	আড়ানা, একতালা	সঙ্গীতচন্দ্রিকা ॥ ২
মম অঙ্গনে স্বামী	আজু ব্রজমেঁ সৈঁইয়া	বাহার, ধামার	সঙ্গীতমঞ্জরী
মহাবিশ্বে মহাকাশে	মহাদেব মহেশ্বর	ইমনকল্যাণ, তেওরা	জ্যোতিরিন্দ্র-পাণ্ডুলিপি
মহারাজ একি সাজে	মেরে দুন্দ দল সাজে	বেহাগ, ঝাঁপতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
মোরে বারে বারে ফিরালে	মোরি নয়ি লগন লাগি রে	নটমল্লার, একতালা	সঙ্গীতমঞ্জরী
যাওয়া-আসারই এই কি খেলা	প্রেম ডগরিয়াঁমে ন করো	গান্ধারী, ত্রিতাল	সঙ্গীতচন্দ্রিকা ॥ ২
যাও রে অনন্তধামে	(গুজরাটী)	প্রভাতী, ঝাঁপতাল°	
রহি রহি আনন্দতরঙ্গ জাগে	মুরলিয়া ইহ ন বজাও শ্যাম	খাম্বাজ, ত্রিতাল	
রাখো রাখো রে জীবনে	জান না দোঙ্গি এরি মা	শ্যাম, ত্রিতাল	সঙ্গীতচন্দ্রিকা ॥ ২
রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে	রিমি ঝিমি রিমি ঝিমি	মল্লার, ত্রিতাল	
শক্তিরূপ হেরো তাঁর	সপ্তস্বর তিনগ্রাম	ইমন, চৌতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
শান্তি কর বরিষণ	শম্ভু হর পদযুগ	তিলককামোদ, সুরফাঁক্তা	সঙ্গীতমঞ্জরী
শান্তিসমুদ্র তুমি	হো নর হর	টোড়ি, ঢিমাতেতালা	
শীতল তব পদছায়া	বাঙ্গুরী মোরী	ইমনকল্যাণ, একতালা	সঙ্গীতমঞ্জরী
শুভ্র আসনে বিরাজ	রুদ্রদেব ত্রিনয়ন	ভৈঁরো, আড়াচৌতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী

শূন্য প্রাণ কাঁদে		সিন্ধু, একতালা	
শূন্য হাতে ফিরি হে	রুমঝুম বরখে	কাফি, সুরফাঁকতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
শোন তাঁর সুধাবাণী	শুধমুদ্রা শুধবাণী	ইমনকল্যাণ, চৌতাল	কণ্ঠকৌমুদী
শ্রান্ত কেন ওহে পান্থ		পূরবী, ত্রিতাল	
সকাতরে ওই কাঁদিছে	চারি বর্ষা পর্যন্ত (কানাড়ী)	ভজন, একতালা	
সখা, সাধিতে সাধাতে	সখি তরসে তরসে	মিশ্র, খেম্‌টা	
সখি, আঁধারে একেলা ঘরে	সখি, আওত আঁধেরী ঘটা		
সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি	দুষ্ট দুর্জন দূর করো দেবী	ইমনকল্যাণ, তেওরা	গীতসূত্রসার ॥ ২
সবে আনন্দ করো	সুখ আনন্দ করো	দেওগিরি-বেলাবলী, আড়াচৌতাল	গীতসূত্রসার ॥ ২
সবে মিলি গাও রে	সব মিল গাও	হেমখেম, চৌতাল	গীতসূত্রসার ॥ ২
সংশয়তিমির-মাঝে	অজ্ঞানতমনিকরে	দেশসিন্ধু, কাওয়ালি	কণ্ঠকৌমুদী
সংসারে কোনো ভয় নাহি	শ্যামকো দরশন নহি	ইমনকল্যাণ, আড়াচৌতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
সাজাব তোমারে হে	ভুলিসি গোবারণ	নট্‌কিন্দ্র, ধামার	গীতসূত্রসার ॥ ২
সুখহীন নিশিদিন পরাধীন	দারাদীম দারাদীম	নটমল্লার, ত্রিতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী

কতবার ভেবেছিনু	Drink to me only
কালী কালী বলো রে আজ	Nancy Lee
তবে আয় সবে আয়	
তুই আয় রে কাছে আয়	The British Grenadiers
পুরানো সেই দিনের কথা	Auld Lang Syne
ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে	Ye banks and braes
সকলি ফুরালো	Robin Adair

১ এই তালিকায় যে যে গানের প্রাপ্তিস্থান 'ইন্দিরা' উল্লিখিত হয়েছে, সে-সবের সম্পূর্ণ কথা লেখিকার কাছে পাওয়া যাবে।

২ অগ্রহায়ণ ১৩১৪। ৩ বাংলা গানের রাগ-তাল। ৪ পূর্বপ্রচলিত কাওয়ালি তালকে অধুনা ত্রিতাল বলা হয়।

৫ স্বরলিপি-গীতিমালায় উল্লিখিত সুর। উক্ত গ্রন্থ-অনুসারে এই গানের সুর রবীন্দ্রনাথেরই রচিত।

৬ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত 'স্বরলিপি-গীতিমালা'য় সর্বদাই সংকেতে সুরকারের নাম আছে। যে-গুলিতে নামের উল্লেখ নাই সেগুলির প্রায় সবই, অন্য পুস্তকাদির প্রমাণে দেখা গিয়াছে, হিন্দিভাঙা। বর্তমান গানগুলির সম্পর্কে অন্য কোনো সূত্রে এখনো কিছু জানা যায় নাই, তবু 'স্বরলিপি-গীতিমালা'য় সুরকার অনুল্লিখিত থাকায় সম্ভবতঃ হিন্দিভাঙা এরূপ মনে করা যাইতে পারে।

৭ আশ্বিন ১৩২৫ ৮ ভাদ্র ১৩২৬ ৯ মাঘ ১৩২৫ ১০ আশ্বিন ১৩১১ ১১ ফাল্গুন ১৩৩৪

১২ শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেন, 'নবপঞ্চতাল'টি রবীন্দ্রনাথেরই উদ্ভাবিত। ১৩ পৌষ ১৩২২

১৪ গীতসূত্রসারে সোহিনী রাগিনী বলিয়া উল্লেখ আছে, কিন্তু উহা দীপক-পঞ্চম হইবে। ১৫ শ্রাবণ ১৩১১

প্রবন্ধ-অংশ শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রসপ্তাহে প্রথম পঠিত ; ১৪ অগস্ট ১৯৪৭
বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশ : মাঘ-চৈত্র ১৩৫৬
গ্রন্থপ্রকাশ : ১৫ পৌষ ১৩৬১